ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে
ব্যবসা এবং বাণিজ্য উন্নয়নে ঢাকা চেম্বারের কর্মকান্ড
শীর্ষক বক্তব্য

জনাব হোসেন খালেদ
সভাপতি, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই গবেষণা সেল
তারিখ ঃ ডিসেম্বর ২৪, ২০১৪
স্থান ঃ ডিসিসিআই মিলনায়তন (৬ষ্ঠ তলা)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এর বক্তব্য ।

তারিখ ঃ ডিসেম্বর ২৪, ২০১৪
সময় ঃ সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ ডিসিসিআই মিলনায়তন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইলেক্ট্রনিকস এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ।
ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল

প্রথমে আমি ঢাকা চেম্বারের নতুন পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে পৌষের এবং ইংরেজী নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মহান বিজয় দিবসের মাসে স্মরণ করছি নাম জানা ও না জানা বীর শহীদদের এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সকল জাতীয় নেতাদের।

ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত আজকের এ **"মিট দ্যা প্রেস"** এ উপস্থিত হয়ে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা চেম্বারে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার এবং ২০১৫ সালের পরিচালনা পর্ষদের, আপনাদের সাথে এত বড় পরিসরে এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। বরাবরের মত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ ও অবদান সম্পর্কে বিশেষ করে চেম্বারের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চেম্বারের কর্মকান্ড, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়সমূহ আপনাদের সামনে তুলে ধরা এ সভার অন্যতম লক্ষ্য।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন ডিসিসিআই দেশের বৃহৎ এবং প্রধান বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে এর সদস্যগণকে বহুমূখী সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবা প্রদানের আওতা এবং মান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিসিসিআই বাংলাদেশের প্রথম চেম্বার হিসেবে আইএসও **(ISO)** সনদ লাভ করেছে। এছাড়া আইসিসি ওয়ার্ল্ড চেম্বারস ফেডারেশন কর্তৃক ওয়ার্ল্ড চেম্বার কম্পিটিশন এ্যাওয়ার্ড ২০০৭, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার কর্তৃক এমএলএস-এসসিএম$^{(পি)}$ বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার এ্যাওয়ার্ড ২০১০, এশিয়া প্যাসিফিক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক বেষ্ট লোকাল চেম্বার এ্যাওয়ার্ড ২০১০ এবং ওয়ার্ল্ড চেম্বার অব কমার্স প্রতিযোগিতায় বেস্ট আনকনভেনশনাল প্রজেক্ট ক্যাটাগরি ২০১১ তে ফাইনালিস্ট হিসেবে অন্তর্ভূক্তি ঢাকা চেম্বারের স্বীকৃতি দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিয়েছে।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনাদের হয়তো স্মরণ রয়েছে যে, ঢাকা চেম্বার ইতোপূর্বে **"ভিশন-২০২১", ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্স (আইবিসি), "এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার", "বাংলাদেশ ২০৩০ ঃ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্রোথ" এবং "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস"** শীর্ষক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট সফলভাবে আয়োজন করে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে বর্তমান সরকারের ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০১৫ সালের মধ্যে ৬১.৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ডিসিসিআই **২০০০ নতুন উদ্যোক্তা** তৈরির মহা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সহযোগিতায় বিগত ৬ই নভেম্বর, ২০১৩ ইং

তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং উদ্যোক্তা তৈরী ও উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার কতৃক প্রকাশিত **"Hand Book of Entrepreneurship Development"** নামক ব্যবসা পরিচালন সম্পর্কিত একটি হ্যান্ড-বুকের মোড়ক উম্মোচন করেন। এছাড়া গত ২২-২৩ জুন ২০১৪ সালে **"DCCI Entrepreneurship & Innovation Expo 2013"** শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী একটি এক্সপো সফলভাবে আয়োজন করা হয়। যেখানে ২ হাজার নতুন উদ্যোক্তার বড় একটি অংশ মেলায় তাদের পণ্য ও সেবা নিয়ে অংশ গ্রহণ করে। উক্ত এক্সপোতে সফল ৯ (নয়) জন উদ্যোক্তার হাতে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি ও সফলভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাংক লোন প্রদান করা হয়।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আমার এবং বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে পারছেন। এ বছর আমি সে সমস্ত কনফারেন্সে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবো এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবো যাতে চলমান ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ঢাকা চেম্বার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি অনন্য Role Model হিসেবে বিবেচিত। যার প্রতিফলন ইতোমধ্যে আপনারা দেখেছেন।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আগামী এক বছরে ঢাকা চেম্বার যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে ইচ্ছুক এবং এ সকল কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য যা যা প্রয়োজন তা তুলে ধরছি ঃ

১. **গ্রীন চেম্বার ঃ** ঢাকা চেম্বারকে একটি গ্রীন এবং ই-চেম্বার এ রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

২. **ডিসিসিআই এর সকল সদস্যদের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য অটোমেশন ঃ** চেম্বারের সকল কার্যক্রম অনলাইনের আওতায় আনয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

৩. **চেম্বারের MoU পার্টনারদের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ঃ** ঢাকা চেম্বার ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোট ৯১টি চেম্বার এবং বাণিজ্য সংগঠনের সাথে MoU স্বাক্ষর করেছে। এসব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে বিজনেস টু বিজনেস (B2B) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

৪. **প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ ঃ** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের এনআরবি ব্যবসায়ীরা খুবই সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এসব এনআরবি ব্যবসায়ীদেরকে ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে এনআরবি এবং নতুন উদ্যোক্তাদের যোগসূত্র তৈরীর প্রচেষ্টা করা হবে।

৫. **ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক তথ্য সমৃদ্ধ করণ ঃ** প্রতি বছররে ন্যায় আগামী বছরেও ব্যবসা সংক্রান্ত গুরুত্বপূণ প্রকাশনাসহ ও মাসিক রিভিউ আরো সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা হবে। "Hand Book of Entrepreneurship Development" নামক হ্যান্ড বুকটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। এছাড়া বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট বিল্ড নতুন উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে **বিজনেস স্টার্ট-আপ লাইসেন্স, ফিশ এন্ড ফিশারিজ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল** নামে রেগুলেটরী গাইড প্রকাশ করেছে।

৬. **পলিসি এডভোকেসি ঃ** ঢাকা চেম্বারের **পলিসি এডভোকেসি** অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে আমাদের কর্মকান্ড শুরু করেছি। শীঘ্রই আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, এনবিআর এর মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে আমাদের পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন পেশ করব।

৭. **উপজেলা পর্যায়ে আয়কর মেলা আয়োজন ঃ** তৃণমূল পর্যায়ে আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছর হতে এনবিআর এবং ডিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে আয়কর মেলা আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এ আলোকে ডিসিসিআই এর পক্ষ হতে একটি খসড়া সমঝোতা চুক্তিনামা প্রস্তুত করা হয়েছে যা বর্তমানে এনবিআর এ বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যতে ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদ্যসদের জন্য ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে চেম্বারে আয়কর মেলা আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮. **অন্যান্য কার্যক্রম ঃ** ২০১৪ সালে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও সময়ের স্বল্পতার কারণে তা আয়োজন সম্ভব হয়নি। ২০১৫ সালে এ সকল সেমিনারগুলো আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া সময়োপযোগী আরো অনেক সেমিনার ও ডায়লগ আয়োজনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। তাছাড়া বরাবরের মত বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন সভাও অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ঢাকা চেম্বারের নিয়মিত কার্যক্রম যেমন জাতীয় বাজেটে প্রস্তাব প্রণয়ন, বছরব্যাপী বিষয়-ভিত্তিক ট্রেনিং এবং চেম্বারের সদস্য ও অন্যান্য ব্যবসায়ীবৃন্দকে নানামূখী সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯. এছাড়া আপনাদের অবগতির জন্য আরও উল্লেখ করতে চাই, ঢাকা চেম্বারের মতামত এবং সুপারিশসমূহ সরকার বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকে। বেসরকারি খাতে ব্যাংকিং ব্যবসা, মোবাইল কোম্পানি, ইন্সুরেন্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বার Pioneer ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও করদাতাগণের সম্মানে ট্যাক্স কার্ড চালু, পৃথক রেলওয়ে মন্ত্রণালয় গঠন সহ দেশের আমদানী-রপ্তানী নীতিমালা, শিল্পনীতি, রাজস্বনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঢাকা চেম্বারের সুপারিশের প্রতিফলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আপনারা জানেন বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় প্রতিবছর ডিসিসিআই কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়, যার মাধ্যমে এর সমস্যদের অত্যন্ত ভালো মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। **ডিসিসিআই-এর চলমান প্রকল্পসমূহ হলো ঃ**

১. ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) যৌথভাবে আইএফসি এর সহায়তায় **বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)** নামে একটি পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করেছে। যার মূল কাজ হল ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক, ব্যবসা ও বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে নীতিমালার সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রণয়ন করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থাপিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে এ সমস্ত গবেষণালব্ধ সুপারিশসমূহ নিয়মিত উপস্থাপন করা হচ্ছে।

২. ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসি-বি), ডিসিসিআই এবং এমসিসিআই এ তিনটি প্রধান চেম্বারের যৌথ উদ্যোগে এবং আইএফসি এর সহযোগিতায় **Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC)** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সালিশ কেন্দ্রে অভিজ্ঞ এবং স্বাধীন আরবিট্রেটরদের প্যানেলের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে সৃষ্ট বিরোধের নিরপেক্ষ, দক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তি করা হয়। দেশ বিদেশের সকল ব্যবসায় উদ্যোক্তাগণ এ সেন্টারের সেবা গ্রহণ করছেন।

৩. ডিসিসিআই'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায়ী সমাজকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদানের জন্য **"ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক"** স্থাপন করা হয়েছে। ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক থেকে আরজেএসসি সংক্রান্ত সকল অনলাইন সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। এ হেল্প ডেস্ক থেকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারী তাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি খুঁজে পাবেন।

৪. বাংলাদেশের আইটি এবং আইটিইএস খাতের রপ্তানীকারকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে **"দি নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড থ্রি (এনটিএফ-থ্রি)"** নামক একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই, বেসিস এবং নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড থ্রি প্রকল্পের প্রতিনিধি এবং সেন্টার ফর দি প্রমোশন অফ ইমপোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই) এর মধ্যকার সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এনটিএফ-থ্রি প্রকল্পটি ডিসিসিআই এবং বেসিস যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

৫. ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে **"এশিয়ার এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক বাণিজ্যে দক্ষতা উন্নয়ন"** প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই কর্তৃক সারা দেশে **"২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে)"** শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৭. জাপানের ইকোনোমি, ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমইটিআই) মন্ত্রণালয়ের আওতায় দি ওভারসীজ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমন্টে এসোসিয়েশন (এইচআইডিএ) এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) যৌথভাবে ২০১৪ অর্থবছরে **"দি এমইটিআই গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম"** চালু করেছে। এর আওতায় ডিসিসিআই-তে একজন জাপানী ইন্টার্ন তার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করছে।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর কার্যক্রম ঃ ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)[পি]-কোর্সের কার্যক্রম এবং পরীক্ষা সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। **ডিবিআই বিবিএ কলেজ** প্রতিষ্ঠানটি এর সম্প্রসারিত সেবার ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়ে একটি বিবিএ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। আশা করছি অচিরেই একে আইবিএ এর মত একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যেখানে মূলতঃ উদ্যোক্তা উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে বিবিএ কোর্স পরিচালিত হবে।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বৈশ্বিক মন্দা ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় বিগত বছরটিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটামুটি ইতিবাচক ধারায় ছিল। আমরা দেখেছি, বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বিগত ১০ বছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ শতাংশের উপরে ছিল। একই সময়ে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গড় প্রবৃদ্ধিও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নভেম্বর, ২০১৪ এর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-এর পরিমাণ ২১.৫৯ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ মুদ্রানীতির ফলে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমূখী চাপ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারের অর্জনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ মাথাপিছু আয় ১১১৫ মার্কিন ডলার, জাতীয় সঞ্চয় ৩০.৫৪ শতাংশ, বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ২৮.৬৯ শতাংশ, রপ্তানী আয় ৩০.১৮ বিলিয়ন ডলার, খাদ্য উৎপাদন ৩৭৫ মিলিয়ন টন, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১০,৬১৮ মেগাওয়াট, পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫,৩০০ টাকায় উন্নীত করা। তাছাড়া, সরকার দেশের দারিদ্র্য হার ২৫.৬ শতাংশে এবং অতি দরিদ্র হার ১২.৪ শতাংশে নামিয়ে আনতেও সক্ষম হয়েছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের জন্য এসকল অর্জন ততোটা সহজ ছিলো না।

সরকারের দৃঢ় ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ সকল অর্জন ও সাফল্য ইতিবাচক ধারাবাহিকতার প্রমাণ দেয়। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, দেশের সার্বিক অর্থনীতির এ সাফল্যে বেসরকারি খাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন যে, ২০০৫ সালে ঢাকা চেম্বার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভিশন ২০২০ শীর্ষক একটি জাতীয় কনফারেন্স আয়োজন করেছিল। এতে দেখানো হয় যে, ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব। বিগত ২০০৮ সালে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এ চেম্বারের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্স আয়োজন করে, যেখানে **"Next Fifteen Years of Bangladesh"** শীর্ষক একটি পজিশন পেপার উপস্থাপন করা হয়েছিল। এছাড়া ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা চেম্বার **"Bangladesh 2030 : Strategy for Growth"** শীর্ষক একটি মেগা কনফারেন্স আয়োজন করেছিল। সেখানে দেখানো হয় যে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশের পক্ষে পৃথিবীর ৩০তম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিণত হওয়া সম্ভব।

ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, তাঁর সরকারই সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য **ডিজিটাল বাংলাদেশ** সহ বিভিন্ন মহা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। যার অনেকাংশই আবার ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, যা সত্যি বড় চ্যালেঞ্জিং ছিল। সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমরা সরকারকে অতীতের ন্যায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। ঢাকা চেম্বার মনে করে, দেশে সার্বিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও গতিশীল ব্যবসা বজায় রাখা খুবই জরুরী। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী, উদ্যোক্তা শ্রেণী এবং বেসরকারি খাতের সক্রিয় অবদানের কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

এখন আমি আপনাদের সামনে সরকারের কাছে ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে আমাদের প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরতে চাই ঃ

১. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানির সরবরাহ ঃ অতিশীঘ্রই পুরানো এবং বিশেষ করে নতুন শিল্প-কারখানায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের অভাবে দেশের বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন হুমকির মুখে পড়েছে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খরচ বাড়ছে, প্রচুর শ্রম ঘণ্টা অপচয় এবং শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে তা সামগ্রিক অর্থনীতিকে হুমকির সম্মুখীন করবে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে আঞ্চলিক ও স্থানীয় জ্বালানি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তাছাড়া জ্বালানি উৎপাদনে সনাতন পদ্ধতি হিসেবে হাইড্রোইলেকট্রিসিটি কে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে খসড়া কয়লা নীতির দ্রুত বাস্তাবায়ন করা প্রয়োজন।

বর্তমানে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও এখন পর্যন্ত নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে না। **নতুন স্থাপিত শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা তৈরী হবে।**

নেতিবাচক এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গ্যাস ও বিদ্যুতের সংযোগ দেয়ার পাশাপাশি সার্বিকভাবে সহায়তার হাত প্রশস্ত করতে হবে। সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে সেবাদানকারী সরকারি অফিসগুলোতে শক্ত হাতে ঘুষ, দুর্নীতি ও হয়রানি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এলপিজিকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এর দাম জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে গ্রহস্থালীতে মানুষ এর ব্যবহারের আরো উৎসাহিত হয়।

এলাকা ভিত্তিক লোডশেডিং এবং সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করে শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ করলে ব্যবসায়ীরা সময়সূচি অনুসারে কারখানা চালাতে পারবেন। এতে কিছুটা হলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষতি কমাতে সাহায্য করবে এবং জাতীয় গ্রিডের উপর চাপ কমবে।

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস এবং জ্বালানি তেলের উপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বড় আকারের বিনিয়োগ, গবেষণা ও ব্যবহারে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. **মাত্রাতিরিক্ত সুদ হার ঃ শিল্প ও ব্যবসা খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো মাত্রাতিরিক্ত সুদ আদায় করছে।** ফলে প্রকৃত সুদের হার কর্পোরেটের ক্ষেত্রে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশে এবং এসএমই-এর ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশে দাঁড়াচ্ছে। ব্যাংকগুলো বর্তমানে ঋণের বিপরীতে প্রতি তিন মাস অন্তর চার দফায় ঋণ ও সুদের উপর সুদ আরোপ করছে। এতে করে মূল ঋণের পরিমাণ ও কিস্তির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে বিনিয়োগকারী শিল্পোদ্যোক্তারা ঋণ গ্রহণে পিছু হটছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ব্যাংকগুলো আমানতের সুদ হার কমালেও শিল্প খাতে তা কমানো হচ্ছে না, ফলে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছে।

সুদহার কমিয়ে যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে। ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সহজ করে সুদহার সিঙ্গেল ডিজিটে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও কঠোর হস্তে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের বিষয়ে তফশীলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিতে হবে। অযৌক্তিক সুদহার ধার্য করে বেশী লাভ করার প্রবণতা পরিহার করে ব্যাংকগুলোকে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে সুদহার কমিয়ে আনতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সুদহার যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হলে ব্যবসায়ীরা সঙ্গত কারণেই দেশের ব্যাংকগুলোর মুখাপেক্ষী হবে এবং বিদেশের ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার চিন্তা থেকে সরে আসবেন। **উচ্চ সুদের কারণে বাজারে ঋণ চাহিদা না থাকায় অনেকদিন ধরেই ব্যাংকগুলোতে অলস টাকা পড়ে রয়েছে। অলস টাকা যেখানে যেভাবেই থাকুক তা ফেলে না রেখে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। এতে দেশ-জাতি উপকৃত হবে।**

৩. **করদাতার আওতা বৃদ্ধি ঃ** সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ আসে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। তাই ব্যবসায়ীদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করার সুযোগ করে দিলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। করের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

সম্প্রসারিত হতে পারবে না এবং রাজস্ব আয়ও বাড়বে না। বরং তা ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে নিরুৎসাহিত করবে। এটা হতাশাজনক যে, **১৬ কোটি জনসংখ্যার এ দেশে মাত্র ১৪ লক্ষ লোকের আয়কর সনদ আছে যার থেকে মাত্র ৭ লক্ষ লোক আয়কর প্রদান করছেন।**

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে কর হার বৃদ্ধি না করে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে করদাতার আওতা বৃদ্ধি করার জন্য জোরালো সুপারিশ করছি। কারণ, কর হার বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে আর বাড়ানো সম্ভব হবে না। তাই করদাতার আওতা বৃদ্ধি করা ছাড়া রাজস্ব আয় বৃদ্ধির আর কোন বিকল্প নেই।

৪. **নতুন ভ্যাট আইন ২০১২ ঃ** নতুন ভ্যাট আইন সহ সকল আইন ব্যবসাবান্ধব, অসঙ্গতি ও জটিলতা কাটিয়ে সহজিকরণ করতে হবে। এছাড়া নতুন ভ্যাট আইনে সরকার খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। **যে আইন ব্যবসার ক্ষতি করে সেটা সংশোধন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।**

৫. **আয়কর মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ** আমরা মনে করি সকল ধরণের শিক্ষা খাতকে মূসক ও করের আওতামুক্ত রাখা সমীচীন। এতে শিক্ষার প্রসার এবং প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিকিকরণ নয় বরং সকলের জন্য শিক্ষাকে অবারিত রাখাই আমাদের প্রত্যাশা।

৬. **বিদেশী বিনিয়োগ ঃ** বাংলাদেশ প্রায় গত দশ বছর ধরে একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছে। বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ক্রমবর্ধমান। **কিন্তু শিগ্‌গিরই দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে।**

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের ধীর গতি, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অবকাঠামোগত সমস্যা ইত্যাদি অনেক কারণে গত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা থেকে দূরে সরে গিয়েছে। তাই আগামী ২০১৫ সালে মোট জিডিপির ৩২ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগ উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য **সরকারকে দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশকে বিনিয়োগ বান্ধব করে তোলার পাশাপাশি শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এর পাশাপাশি দেশে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নিশ্চয়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করার জন্য জোরদার পদক্ষেপ নিতে হবে।**

৭. **নেগেটিভ ইকুইটি ইভেষ্টমেন্ট ঃ** শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের জটিল কিছু কিছু নিয়মের কারণে ইকুইটি ইভেষ্টমেন্ট নিরুৎসাহিত হচ্ছে। ইকুইটি ইভেষ্টমেন্টদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কিছু নীতিমালা সহজিকরণ প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত নেগেটিভ ব্যালেন্স সমূহের শতভাগের পরিবর্তে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) এর ২৫% গচ্ছিত রাখা যেতে পারে। এ গচ্ছিত অংকের পরিমাণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য ১০% গচ্ছিত রির্জাভের অতিরিক্ত হবে। অর্থায়নকারীরা এ সমস্ত একাউন্টে আইপিও এর ঋণ প্রদান এবং এর থেকে মুনাফা সংগ্রহ অব্যাহত রাখবে। অর্থায়নকারীদের আইপিও নির্বাচন, ক্লাইন্ট নির্বাচন, বিনিয়োগ করা না করার পছন্দ এবং আইপিওতে তাদের শেয়ার বিক্রয়ের সময় সীমা সম্পূর্ণ তাদের এখতিয়ারে থাকবে।

অর্থায়নকারীদের সব রকম ফ্লেক্সিবিলিটি থাকা উচিত যাতে সে যে পর্যন্ত না তার বিনিয়োগ তুলে না নিতে পারে সে পর্যন্ত তার পছন্দমতো ক্লাইন্টকে অর্থায়ন করতে পারবেন।

৮. **এডিপি বাস্তবায়নে গতিশীলতা ঃ** বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক ঋণ সহায়তার ব্যবহারে সরকারের দক্ষতা ও সক্ষমতা আরো বাড়ানো দরকার। প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়নে আরও গতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

৯. **অযৌক্তিক কর ও শুল্ক প্রত্যাহার ঃ** স্থানীয় ঋণপত্র (Local L/C) এর উপর পণ্য সরবরাহ বা চুক্তি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার ও সরবরাহকারীর ন্যায় করারোপ করা হয়েছে। স্থানীয় ঋণপত্র খোলার উপর এ ধরনের করারোপ করার ফলে ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে সে সকল চূড়ান্ত পণ্য (Finished goods) আমদানীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিউটি/ট্যাক্স আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

১০. **সরকারি নতুন বেতন কাঠামো ঃ** বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ২,২০০ কোটি টাকার নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে। দুর্মূল্যের বাজারে এ ধরণের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত যুগোপযোগী, আমরা এর সাধুবাদ জানাই।

অতীতে দেখা গেছে বেতন কাঠামো বাড়ার সাথে সাথে এমনকি কার্যকর হওয়ার অনেক আগেই পণ্যমূল্য অযৌক্তিক হারে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তাই **মূল্যস্ফীতির বিষয়টা একেবারে অবহেলা না করে সরকার যেন বিষয়টি আলাদাভাবে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। যেখানে সরকারের রাজস্ব আয়ের গতি ধীর, সেখানে অতিরিক্ত এ টাকা আহরণে যেন ব্যবসায়ীদের উপর নতুন করে কোন করারোপ করা না হয় সে আহবান জানাচ্ছি।**

১১. **জবাবদীহিতা ও স্বচ্ছতা ঃ** জবাবদীহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থে সরকারসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাস্তবায়ন এবং সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সম্পদের হিসাব জাতির কাছে স্বচ্ছভাবে উপস্থাপনের বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে ।

১২. **বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোর কার্যকর ভূমিকা ঃ** রপ্তানী বাড়াতে বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বহুমূখীকরণের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোকে বেসরকারী খাতের সাথে বাজার বিশ্লেষণ ও বাজার অনুসন্ধান কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।

১৩. **বাংলাদেশ ব্রান্ডিং ঃ** বাংলাদেশের শ্রমিকরা এখনও 'সস্তা শ্রমিক' হিসেবেই পরিচিত। **দেশ এখন মধ্যম আয়ে উন্নীত হওয়ার পথে থাকলেও শ্রমিকদের সস্তা মূল্যকেই আমরা দুনিয়ার কাছে প্রচার করে যাচ্ছি।** এ দেশের উদ্যোক্তারা যেমন এই শ্রমিক ব্যবহার করে মুনাফা করছেন, তেমনি বিদেশি ক্রেতারাও করছেন। প্রবৃদ্ধির গতিধারা বজায় রাখতে হলে এখন আর শুধু সস্তা শ্রমের উপর নির্ভর করলে চলবে না দরকার দক্ষ শ্রমশক্তি। এর প্রতিফলন না ঘটলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে । তাই আমাদের বলা উচিত বাংলাদেশ কোন সস্তা শ্রমিকের দেশ নয় বরং **"দক্ষ, অর্ধ-দক্ষ এবং প্রতিযোগী শ্রমিক"** এর দেশ ।

১৪. **যানজট ঃ** যানজট, মহাসড়কের চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ, সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান নানামূখী উদ্যোগ নেয়া হলেও এর অনেকগুলোই কার্যকর হচ্ছে না।

সারাদেশে যানজটের ফলে হাজার হাজার মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হচ্ছে যার প্রভাব আমাদের অর্থনীতির উপর পড়ছে। সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (আইইবি) পুরকৌশল বিভাগের গবেষণায় দেখা যায় যে, রাজধানীতে যানজটের কারণে বছরে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২৭ হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রতিদিন ৩২ লাখ ঘণ্টা বাণিজ্যিক সময় (বিজনেস আওয়ার) এবং বছরে প্রায় ১১ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকার জ্বালানি নষ্ট হচ্ছে। ট্রেনের প্রতিটি ক্রসিংয়ে পাঁচ মিনিট করে সময় ব্যয় হলে মোট সময় নষ্ট হচ্ছে প্রায় ছয় ঘণ্টা।

ট্রাফিক জ্যাম কমাতে ছোট আকারের যানবাহন কমিয়ে দ্বিতল বাসের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি বলে আমরা মনে করি। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ সহ দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একটি সুষ্ঠু পরিবহন নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে গণপরিবহন ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন জরুরি। সকল রেলক্রসিং ও ইন্টারসেকশন সমূহে ওভারপাস নির্মাণ করে এর উপর দিয়ে যানবাহন, পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ও পণ্য পরিবহনে নৌপথের ব্যবহার আরোও জনপ্রিয় করে তোলতে হবে।

বহুল আলোচিত ঢাকা-চট্টগ্রাম ও জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ অনেক আগেই শেষ করার কথা থাকলেও তা এখনও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই মহাসড়কে রাস্তার উভয়দিকে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের (সওজ) গবেষণার উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজে বিলম্ব ঘটায় বছরে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

এই সকল ক্ষতির টাকা দিয়ে কয়েকটি পদ্মা সেতু নির্মাণসহ অন্যান্য মেগা প্রকল্পে ব্যয় করা সম্ভব। আমরা দ্রুত চারলেনের কাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

বিআরটিএর দেয়া তথ্য মতে, দেশে প্রতিদিন গড়ে ৩০ জন সাধারণ নাগরিক সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যায়। সে অনুযায়ী বছরে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ হাজার ৮শ। অনতিবিলম্বে সড়ক দূর্ঘটনা রোধে সরকারকে বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দূর্ঘটনাজনিত বীমা বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সড়ক নিরাপত্তাজনিত বিধি-বিধান মেনে চলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে পরিবহন আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। নৌপথে দূর্ঘটনা রোধে সরকারের নজরদারি আরো কাঠোর করতে হবে।

১৫. বাংলাদেশের বর্তমান আইন শৃংখলা পরিস্থিতি কিছুটা আশাব্যাঞ্জক হলেও সরকারকে মাদক, অবৈধ অস্ত্র, পণ্য চোরাচালান, চাঁদাবাজি-ছিনতাই ইত্যাদী নিয়ন্ত্রণে আরও কাঠোর ভূমিকা নিতে হবে।

১৬. **বীমা আইন ২০১০ এবং বীমা কোম্পানীর প্রবিধানমালা ২০১২ ঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে নন-লাইফ এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স সহ মোট ৭৭টি বীমা কোম্পানী তাদের বীমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ প্রবিধানমালা ২০১২ ও বীমা আইন ২০১০ পরিপালন করে বীমা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ সহজতর নয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান বিধি ও আইনের ধারাসমূহ পূরণ করে এমন যোগ্য কর্মকর্তার অভাব রয়েছে। **আমরা মনে করি এক্ষেত্রে দাপ্তরিক কর্মকান্ড চালিয়ে রাখার লক্ষ্যে ৬ মাস থেকে ১ বছর মেয়াদের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।**

নন-লাইফ বীমা ব্যবসা সংগ্রহের ক্ষেত্রে বীমা কারীকে পরিশোধযোগ্য প্রিমিয়ামের ১৫% অধিক কমিশন প্রদান করতে হয়। যা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। এর ফলে অধিক হারে কমিশন প্রদান করায় বীমা কোম্পানী গুলোর নেট মুনাফা উল্লেখ যোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ একটি যুক্তিযুক্ত লভ্যাংশ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও সরকার ট্যাক্স বাবদ একটি বড় অংকের আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নির্ধারিত কমিশনের অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নয়।

বীমা শিল্পকে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় একটি দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশী ও বিদেশী উচ্চতর ডিগ্রী সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। যাতে **দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে উঠতে পারে তার অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর ন্যায় ঢাকা চেম্বার বিজনেস ইনস্টিটিউট এর তত্বাবধানে বেসরকারী পর্যায়ে একটি উচ্চতর বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।**

১৭. **কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র ঃ** অধিকাংশ কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্রে শর্ত থাকে যে, বায়ূর গুনগতমান পরীক্ষার ফলাফল বা পানি অপসারণের ক্ষেত্রে গুনগত মান পরীক্ষার ফলাফল প্রতি তিন মাস পর পর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে। উক্ত শর্ত মোতাবেক কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রতি তিন মাস পর পর বায়ূ বা পরীক্ষার জন্য সরাসরি ফি জমা দিয়ে আবেদন করলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগারের লোকবল স্বল্পতার কারণে যথাসময়ে অর্থাৎ নিয়মিত প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ূ/পানি পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না, যা নিরসন হওয়া দরকার।

বায়ূর গুনগত মানের ষ্ট্যান্ডার্ড সংক্রান্ত সমস্যা ঃ কারখানার অভ্যন্তরে বায়ূর গুনগত মানমাত্রা সংক্রান্ত নতুন গেজেট স্থগিতকরণ ও পূর্বের মানমাত্রা বহাল রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন প্রজ্ঞাপন এবং ১৬/০৭/২০০৫ইং এস.আর.ও নং-২২০/আইন/২০০৫ মোতাবেক শিল্প কারখানার জন্য Air Quality Standard/SPM ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটারের পরিবর্তে ২০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘন মিটার প্রতি ৮ ঘন্টায় নির্ধারণ করা হয়েছে। যাহা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় কোনভাবেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় পূর্বের অবস্থা বহাল রাখা প্রয়োজন অর্থাৎ প্রতি ৮ ঘন্টায় Air Quality Standard/SPM ৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘন মিটার নির্ধারণ করা। এই সমস্যা নিরসন না করলে অধিকাংশ কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন কার্যক্রম স্থগিত থেকে যাচ্ছে এবং কারখানাগুলি নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

১৮. **কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি'র (সিএসআর) ঃ** সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি'র (সিএসআর) সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) অথবা পিপিপি অফিস এবং ডিসিসিআই এর যৌথ উদ্যাগে বিভিন্ন সিএসআর প্রজেক্ট গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সিএসআর সংশ্লিষ্ট নতুন বিনিয়োগ খাত সৃষ্টি হবে।**

১৯. **এক বার নিল্ ভ্যাট রিটার্ন জমা দেয়া ঃ** আমদানীকারকদের আমদানী সনদ থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে আমদানী না করলেও তাঁদের প্রতি মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে নিল্ ভ্যাট রিটার্ন জমা দেয়ার বিধান বিদ্যমান রয়েছে। এই বিধান থাকায় ব্যবসায়ীরা প্রায়শই অযথা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। **এমতাবস্থায় যাদের আমদানী সনদ আছে কিন্তু প্রতি মাসে আমদানি করেন না তাঁদের প্রতি মাসে নিল ভ্যাট রিটার্ন জমা দেয়ার পরিবর্তে বছরে সর্বোচ্চ এক বার নিল ভ্যাট রিটার্ন জমা দেয়ার বিধান**

চালু করার জন্য সরাকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি। এতে করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আর্থিক কোন ক্ষতি হবে না বরং ব্যবসায়ীরা অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং কর প্রদানে আরো উৎসাহিত হবেন।

২০. **সকল ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করে 'মান' এর ব্যবহার নিশ্চিত ঃ** রপ্তানি পরিমাণ বাড়াতে হলে উৎপাদিত পণ্যের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। জাতীয় মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিএসটিআইয়ের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এতে দেশে গুণগত মানের শিল্পায়নের ধারা বেগবান হবে। তবে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠানটি এখনো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারছে না। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকল ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করে মান এর ব্যবহার নিশ্চত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা মনে করি, খাদ্যের ভেজাল রোধে সরকারের আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সাধারন জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২১. সম্প্রতি সুন্দরবনে ঘটে যাওয়া তেলের ট্যাংকার ডুবির ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দ্রুত তেল অপসারন করা জরুরী বলে আমরা মনে করছি।

২২. আমরা ব্যবসায়ীদের চাহিদা হলো দেশে একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বজায়ে রাখা, আরা এজন্য আমরা আসন্ন দিনগুলোতে নতুন কোন রাজনৈতিক সংঘাত, হরতাল, অবরোধের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যকে ক্ষতি করে এমন কোন কর্মসূচী দেখতে চাই না। আমরা আশা করি, দেশের জিডিপি উন্নয়ন, স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরনে সকলে একযোগে কাজ করবে।

২৩. বাংলাদেশে জমির অপ্রতুলতার কথা বিবেচনা করে একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবহার নীতিমালা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

সম্মানিত সুধী,

২০১৪-১৫ সালের প্রধান চ্যালেঞ্জ শুধু আর্থিক ব্যবস্থাপনাই নয়; প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনশীল বিশেষ করে শিল্প উৎপাদন ও সেবা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোটাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। এজন্য সরকারকে আরো দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দ্রুত উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা গেলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন সম্ভব হবে। সে লক্ষ্যেই আমাদের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক দক্ষতা ও সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। দেশীয় সম্পদকে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চালিত করতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতে সম্পদের অপচয় বন্ধ করতে হবে।

ঢাকা চেম্বারের কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিবাচক দিকগুলো সঠিকভাবে বিশ্বের বুকে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এগিয়ে চলার পথে আপনাদের সহযোগিতা এবং কার্যকর সম্পৃক্ততার আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

হোসেন খালেদ
সভাপতি, ডিসিসিআই।
ডিসেম্বর ২৪, ২০১৪